মাননীয়,

প্রধানমন্ত্রী মহোদয় সমীপে।

স্বারকলিপি

মাধ্যমঃ জেলা প্রশাসক, ... জেলা।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামল বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন কৃষি বান্ধব সরকার কর্তৃক গৃহীত সময় উপযোগী বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন ও কৃষক সমাজের উন্নয়নসহ সাধারণ মানুষের জীবন মান উন্নীত হয়েছে এবং বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সমাসীন হয়েছে যাহা আপনার সরকারের ঐতিহাসিক সাফল্য।

আপনার সরকার কর্তৃক প্রণীত কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে বাস্তব ভিত্তিক কৃষি নীতির ফলে কৃষি ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত দেশের কৃষক সমাজ এবং মাঠে ময়দানে কর্মরত ডিপ্লোমা কৃষিবিদগণ।

মহোদয়,

আপনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকারের অর্জিত সাফল্য ধরে রাখা এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী থাকবে কি না? এটাই এখন বড় প্রশ্ন।

প্রসংগত কৃষি ক্ষেত্রের সফলতা অর্জনের মূল নিয়ামক কৃষি উপকরণ যেমন ভূর্তকী মূল্যে কৃষকদের মাঝে বীজ সার বিতরণ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ। সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ১০/- টাকায় ব্যাংক একাউন্ট। ফসল ভিত্তিক কৃষি পুনবাসন, প্রনোদনা প্রদান, প্রন্তিক চাষীদের মধ্যে অর্থ বীজ সার বিতরণ।

বিভিন্ন প্রকল্প যেমন উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষক প্রশিক্ষণ, আইএফএমসি শস্য বহুমুখীকরণ এনএটিপি, ডাল, তেল ও পিয়াজ বীজ প্রকল্প, চাষী পর্যায়ে ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন ও বিতরন প্রকল্প, ফলন পর্থক্য, নিরাপদ ফসল উৎপাদন, কমলা চাষ উন্নয়ন, বসতবাড়ীতে মিশ্র ফল বাগান স্থাপন এবং রাজস্ব খাতসহ ৫০টির অধিক প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে চলমান আছে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্রকল্পধীন সংশ্লিষ্ট কৃষক কৃষাণী তার নামে বরাদ্দকৃত অর্থ ও উপকরণের পরিমান বা ভাংতি বিবরণী জানেন না। আরও উল্লেখ্য সরকারী নির্দ্দেশনা থাকলেও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/উপজেলা চেয়ারম্যান/ইউপি চেয়ারম্যান এমনকি সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদেরকে সরকারী বরাদ্দ জানানো হয় না। পক্ষান্তরে দুর্নীতিবাজ কৃষিবিদ কর্মকর্তা কৃষকদের ন্যায্য পাওনা দিচ্ছে না। ফলে কৃষক সমাজ প্রতিনিয়ত তার ন্যায্য পাওনা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারের ভাবমূর্তি রক্ষাসহ জাতীয় স্বার্থে এলাকা ভিত্তিক বিষয়গুলো সরেজমিনে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোর আবেদন জানাচ্ছি।

অনুরুপভাবে সমগ্র বাংলাদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাঠে ময়দানে কর্মরত ডিপ্লোমা কৃষিবিদ কর্মকর্তাগণ তাদের চাকুরীগত ন্যায্য অধিকার, জাতীয় ১০ম গ্রেড বেতন স্কেল বাস্তবায়নসহ পদোন্নতি সংক্রান্ত জটিলতা এবং কৃষি ক্যাডার প্রারম্ভিক পদে নির্ধারিত ৩৩% ভাগ পদোন্নতি প্রদান না করা এবং সময়মত পদোন্নতি না হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ডিপ্লোমা কৃষিবিদ কর্মকর্তাদের মনে ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি হচ্ছে, ফলে কাজের উদ্যোম হ্রাস পাচ্ছে।

প্রকাশ থাকে যে, মাঠে কাজের অগ্রগতি কৃষকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কথা বললেই কৃষিবিদ প্রশাসন ডিপ্লোমা কৃষিবিদ কর্মকর্তাদের কৌশলগত নির্যাতনসহ হয়রানী মুলক বদলী করছে।

সর্বতভাবে সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করলে প্রতিয়মান হয় যে, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদ হতে অঞ্চল, জেলা, উপজেলা, হর্টিকালচার সেন্টার, এটিআইসহ বিভিন্ন বিভাগ সংস্থায় কৃষিবিদ কর্মকর্তা কর্মরত থাকায় ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সরকারী অর্থ লোপাট, কৃষকদের ন্যায্য পাওনা/বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করছেন। যাহা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নথি জব্দ করে নিরপেক্ষ তদন্ত করলে প্রমাণ পাওয়া যাবে। এক কথায় মাঠে ময়দানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সর্ব গ্রাসী দুর্নীতির দায় দুর্নীতিবাজ কৃষিবিদ কর্মকর্তাদের। শুধু দুর্নীতিই নয় তারা ডিপ্লোমা কৃষিবিদ বিদ্বেষ মূলক, স্বার্থ বিরোধী এবং হয়রানি মূলক কার্যক্রমে প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। তার মূল কারণ প্রশাসন নিরপেক্ষ নয়।

বর্তমান সময়ের দাবী দেশ জাতী ও কৃষক সমাজের স্বার্থে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদ হতে প্রশাসনের সকল স্তরে নিরপেক্ষ প্রশাসনিক (বি.সি.এস) ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়া দুর্নীতিবাজ কৃষিবিদদের হাত হতে দেশকে রক্ষা করার জন্য জোর দাবী জানাচ্ছি।

ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
..... জেলার শাখার সকল সদস্যের পক্ষে

সভাপতি
ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
.....জেলা শাখা।

সাধারন সম্পাদক
ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
.....জেলা শাখা।

মাননীয়,

সংসদ সদস্য, ... আসন, জেলা ..... সমীপে।

স্বারকলিপি

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামল বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন কৃষি বান্ধব সরকার কর্তৃক গৃহীত সময় উপযোগী বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসর্ম্পূনতা অর্জন ও কৃষক সমাজের উন্নয়নসহ সাধারণ মানুষের জীবন মান উন্নীত হয়েছে এবং বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সমাসীন হয়েছে যাহা সরকারের ঐতিহাসিক সাফল্য।

কৃষি ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত দেশের কৃষক সমাজ এবং মাঠে ময়দানে কর্মরত ডিপ্লোমা কৃষিবিদগণ।

বর্তমান সরকারের অর্জিত সাফল্য ধরে রাখা এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী থাকবে কি না? এটাই এখন বড় প্রশ্ন।

কৃষি ক্ষেত্রের সফলতা অর্জনের মূল নিয়ামক কৃষি উপকরণ যেমন ভূর্তকী মূল্যে কৃষকদের মাঝে বীজ সার বিতরণ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ। সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ১০/- টাকায় ব্যাংক একাউন্ট। ফসল ভিত্তিক কৃষি পুনবাসন, প্রনোদনা প্রদান, প্রন্তিক চাষীদের মধ্যে অর্থ বীজ সার বিতরণ।

বিভিন্ন প্রকল্প যেমন উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষক প্রশিক্ষণ, আইএফএমসি শস্য বহুমুখীকরণ এনএটিপি, ডাল, তেল ও পিয়াজ বীজ প্রকল্প, চাষী পর্যায়ে ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন ও বিতরন প্রকল্প, ফলন পর্থক্য, নিরাপদ ফসল উৎপাদন, কমলা চাষ উন্নয়ন, বসতবাড়ীতে মিশ্র ফল বাগান স্থাপন এবং রাজস্ব খাতসহ ৫০টির অধিক প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে চলমান আছে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্রকল্পধীন সংশ্লিষ্ট কৃষক কৃষাণী তার নামে বরাদ্দকৃত অর্থ ও উপকরণের পরিমান বা ভাংতি বিবরণী জানেন না। আরও উল্লেখ্য সরকারী নির্দ্দেশনা থাকলেও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/উপজেলা চেয়ারম্যান/ইউপি চেয়ারম্যান এমনকি সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদেরকে সরকারী বরাদ্দ জানানো হয় না। পক্ষান্তরে দুর্নীতিবাজ কৃষিবিদ কর্মকর্তা কৃষকদের ন্যায্য পাওনা দিচ্ছে না। ফলে কৃষক সমাজ প্রতিনিয়ত তার ন্যায্য পাওনা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারের ভাবমূর্তি রক্ষাসহ জাতীয় স্বার্থে এলাকা ভিত্তিক বিষয়গুলো সরেজমিনে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোর আবেদন জানাচ্ছি।

অনুরুপভাবে সমগ্র বাংলাদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাঠে ময়দানে কর্মরত ডিপ্লোমা কৃষিবিদ কর্মকর্তাগণ তাদের চাকুরীগত ন্যায্য অধিকার, জাতীয় ১০ম গ্রেড বেতন স্কেল বাস্তবায়নসহ পদোন্নতি সংক্রান্ত জটিলতা এবং কৃষি ক্যাডার প্রারম্ভিক পদে নির্ধারিত ৩৩% ভাগ পদোন্নতি প্রদান না করা এবং সময়মত পদোন্নতি না হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ডিপ্লোমা কৃষিবিদ কর্মকর্তাদের মনে ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি হচ্ছে, ফলে কাজের উদ্যোম হ্রাস পাচ্ছে।

প্রকাশ থাকে যে, মাঠে কাজের অগ্রগতি কৃষকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কথা বললেই কৃষিবিদ প্রশাসন ডিপ্লোমা কৃষিবিদ কর্মকর্তাদের কৌশলগত নির্যাতনসহ হয়রানী মুলক বদলী করছে।

সর্বতভাবে সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদ হতে অঞ্চল, জেলা, উপজেলা, হর্টিকালচার সেন্টার, এটিআইসহ বিভিন্ন বিভাগ সংস্থায় কৃষিবিদ কর্মকর্তা কর্মরত থাকায় ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সরকারী অর্থ লোপাট, কৃষকদের ন্যায্য পাওনা/বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করছেন। এক কথায় মাঠে ময়দানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সর্ব গ্রাসী দুর্নীতির দায় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের। তার মূল কারণ প্রশাসন নিরপেক্ষ নয়।

বর্তমান সময়ের দাবী দেশ জাতী ও কৃষক সমাজের স্বার্থে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদ হতে প্রশাসনের সকল স্তরে নিরপেক্ষ প্রশাসনিক (বি.সি.এস) ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়া দুর্নীতিবাজ কৃষিবিদদের হাত হতে দেশকে রক্ষা করার জন্য জোর দাবী জানাচ্ছি।

ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
..... জেলার শাখার সকল সদস্যের পক্ষে

সভাপতি
ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
.....জেলা শাখা।

সাধারন সম্পাদক
ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
.....জেলা শাখা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

মাননীয় মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।